জাল সনদে ১২ বছর চাকরি, বেরোবির ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর ইরিনা বহিষ্কার

বেরোবি প্রতিনিধি

সংগৃহীত ছবি

জাল সনদে চাকরি নিয়ে টানা ১২ বছর কর্মরত থাকার পর বহিষ্কার হলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শারীরিক শিক্ষা দপ্তরের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর মোছা. ইরিনা নাহার।

গত রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫তম সিন্ডিকেট সভায় সনদ জালিয়াতির প্রমাণ উপস্থাপন করা হলে তাকে সাময়িকভাবে চাকরি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মো. হারুন অর রশিদ। একই সঙ্গে কিভাবে তিনি জাল সনদে চাকরি ও প্রমোশন পেলেন তা খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ড়ুন

গাজীপুরে উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের মহাসড়ক অবরোধ

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০১২ সালের ১ মার্চ এডহক ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ইরিনা নাহার। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বাধ্যতামূলক থাকলেও তিনি ডিগ্রি ছাড়াই তৎকালীন উপাচার্যের বিশেষ অনুমতিতে নিয়োগ পান। নয় বছর পর ২০২২ সালে তিনি ব্যক্তিগত ফাইলে একটি স্নাতকোত্তর সনদ জমা দেন, যা যাচাই-বাছাই শেষে জাল প্রমাণিত হয়। তবু দীর্ঘদিন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

অবশেষে সিন্ডিকেট সভায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলো।

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে সাত দিনের সময়সীমা দিয়েছিল আসল সনদ জমা দেওয়ার জন্য। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে তিনি কাগজপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হন।

অভিযোগ প্রসঙ্গে ইরিনা নাহার বলেন, ‘আমি যে সার্টিফিকেট পেয়েছি সেটাই দিয়েছি।

আমি কি জানতাম এটা জাল কি না। এখানে আর কিছু বলার নেই।’